প্রথম প্রকাশ :
২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৬০
৯ই আশ্বিন ১৩৬৭
বুধবার, মহালয়া

প্রকাশক :
উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সুমন্ত প্রকাশন
২৬ বাবুপাড়া রোড, ভাটপাড়া
২৪ পরগণা, পশ্চিমবাংলা

মুদ্রক :
শচীনন্দন মিত্র
শ্রীদুর্গা প্রেস, গরিফা
২৪ পরগণা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আবদুল কুদ্দুস
গোলাম সারোয়ার
শহীদুল ইসলাম
আশরাফুল আলম
টি, এইচ, শিকদার
মহীউদ্দিন ফারুখ
কাজী সিরাজ
মণিকা রহমান বন্দ্যোপাধ্যায়
উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু—

শাশ্বত সান্ত্বনা

সান্ত্বনার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নিয়ত উঠছি শুধু
অনেক ওপরে, দ্বিধার দেয়াল টপকে টপকে
অনাদি অনন্তকাল, নিরন্তর

কে রাখে খবর কোথা কোন নদী
ডোবাতে পারে না কবে বঁধুর কলস চড়া ওঠা বুকে
কবে কোন পাখী পাখা ভেঙে ঝড়ে
থুবড়ানো মুখ আকাশের অথৈ নীলে ;

তবুও সান্ত্বনা বুকে
এখনো নদীর গান, বুনো পাখীদের পাখার ঝাপটা
নিশীথের নিরবতা যন্ত্রণায় উচ্চকিত করে।

সান্ত্বনার সিঁড়ি আছে থাকবে সমুখে আরো
নির্জন প্রহরগুলো জ্বলছে যেমন সময়ের অন্ধকারে।

সুফিয়া চৌধুরী

সুফিয়া চৌধুরী যেন যুদ্ধের সাঁজোয়া গাড়ী
সাজ সাজ রব তার চোখে মুখে বুকে
গোলা বারুদ বন্দুক, থ্রি নট থ্রি, এল এম জি, এস এল আর
সুগঠিত পুষ্ট ভারী সুডৌল গ্রেনেড
বাংকার বিবর তার সতেজ ঘাসের আবরণে ঢাকা
সব কিছু মিলে যেন ভয়ানক ভয়ংকরী আঠারোর ঘা
নিশ্চয় প্রস্তুত সদা তৈলাক্ত পিচ্ছিল নিতম্ব তম্বুতে—

সুফিয়া চৌধুরী যেন পয়মন্ত সাঁজোয়া গাড়ী !

ভবিষ্যৎ ভেবে উৎকণ্ঠ পাড়া—প্রতিবেশী
কখন কি জানি হয়, কে মরে, কে বাঁচে
জ্বলছে যৌবন দাউ দাউ রাত দিন চৌধুরী বাড়ীতে
ঘটনা ঘটতে আর কতক্ষণ, আর কতক্ষণ···

ঘরকন্না বন্ধ হবে, স্কুল কলেজ অফিস
ভীড়ের মিছিলে আমি নিশ্চয় হারাবো, সন্ধান পেতে না পেতে-

সুফিয়া চৌধুরী যেন অলৌকিক সাঁজোয়া গাড়ী।

অন্য কথা বলো

রাজনীতি রাখো অন্য কথা বলো
অন্য আরো কিছু, ভিন্ন আর আরেক রকম
কুমারী বধূর কথা ! যে তোমাকে সুখ দেয়
কখনো তোলেনা কথা গণ ভবনের, পল্টনের
মিছিল বক্তৃতা যার দু'চোখের বিষ
সেই তেমনি কারো কথা বলো, যত ইচ্ছে বলো…

সেই তার কথা বলো যে মেয়ে শুধুই মেয়ে
ঠোঁটে ঠোঁট্ রাখে, নিরালাতে বেহায়াই হয়
ধমকে ওঠেনা কভু নিষেধের উচ্চারণে
যে তোমার হাত টেনে নেয় ব্লাউজের, শাড়ীর ভিতর
খিস্তি কাহিনীতে যে কখনো হয়না মলিন
সেই, সেই সে মেয়ের ; সেই সে বন্ধুর কথা বলো।

রাজনীতি আর নয়, একাত্তুরে যার কবর খুঁড়েছি
আজ তার শব তুলে পচা গন্ধ ছড়িয়ে কি লাভ
বরং এসোনা বন্ধু তোমার আমার
একান্ত গোপন কথা বলি !

প্রেমের খেলনা

দোষ বীণা চৌধুরীর নয়
দোষ তো সেলিমেরও নয়
দোষ কি ভূমিষ্ঠ মোমের পুতুলটার ?

ওরাতো কাঙাল ছিল প্রকৃতির আশীর্বাদে
নিয়মের ভূ-মণ্ডলে প্রেমের খেলনা !

ওদেরতো কোন দোষ নেই ।

পাপ ও অপাপে ওদেরকি আসে যায় !

ওরা নিষ্পাপ : কলঙ্কহীন ! ওদের দোষ কি
ওরাতো ইচ্ছার দাস প্রকৃতির খেয়াল খুশীতে ।
বরং গর্বের কথা আমরা পেলাম
আর একটি জীবন, নতুন ভাবনা—
ঈশ্বরের ভাগ্যগুণে ।

ভালোবাসা

আমূল বসিয়ে দাও তীক্ষ্ণ দু'চোখের পাপ
ও কাঁপুক আর কেঁপে যাক ওর নাভীমূল, বুক
বাতাস ছোঁয়ানো পদ্ম পাতার মতন
আমূল বসিয়ে দাও ত্বকে দু'হাতের নখ্
শিউরে উঠুক তার আপাদ মস্তক
নুইয়ে পড়ুক লাজ-শীলা নব-বধূ লবংগ লতিকা
আমূল বসিয়ে দাও ধারালো হৃদয় সবখানে,
ভালোবাসা পূর্ণ হোক, ভালোবাসা হয়ে।

কবির প্রতি কবি

স্বপ্ন সেতো স্বপ্নই থেকে যায় চিরকাল
আমরা তবুও স্বপ্ন দেখি ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে শুয়ে
অলৌকিক অবাস্তব অদ্ভুত হেঁয়ালী
ভাবনার নেশায় বুঁদ হয়ে বেহিসাবী
অলস শরীরে পুরনো স্বপ্নের বোঝা বয়ে বয়ে···
চালের দর বাড়ে, পানীয় দূষিত হয়
শিশু মরে বিনা চিকিৎসায়, মা দুগ্ধহীন
হয় পরিত্যক্ত জিনিষ পত্তর আরো ব্যবহার উপযোগী

স্বাধীনতা শুধু অশ্রুর স্বাধীনতা দিল
জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচতে মৃত্যুতে মুক্তি দিল
তবুও স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখছি কেবলি, দেখে যাব চিরদিন

নজরুল ! হে সুকান্ত ! তোমরা তবুও
স্বপ্ন দেখা থেকে অন্ততঃ অব্যাহতি পেয়ে গেছ !

নিষিদ্ধ ভাবনা আমার একান্ত ইচ্ছা

সাধ আছে সাধ্য নেই গোপন হৃদয় মেলে ধরি
হাতের চেটোতে স্পর্শ করি সাধের মিনার
স্পর্শ করি বার বার মসৃণ শরীরগুলো
স্পর্শ করি নির্বিকার নোয়ানো সৈকত
সাধ আছে সাধ্য নেই পার হই ইচ্ছের সাগর

আমার আমিকে আমি নিদারুণ ভয় করি
হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা যুদ্ধজয়ী সৈনিকেরা যদি ছাড়া পায়
সুডৌল সরস ডালিমের বন যদি আমাতে উজাড় হয়
হলদে পাখীর ডানা থেমে যাবে ক্লান্তির পাহাড়ে…

আমার আমিকে আমি নিদারুণ ভয় করি
সাধ আছে সাধ্য নেই, মধু পেতে মৌচাকে হানা দি।

নিয়মের পৃথিবীতে

আতস বাজীর কারসাজি সব
নিশির ডাকের মত
রাতের কাকের মত
আতস বাজীর কারসাজি সব।
জন্ম মৃত্যু সত্য সবি আতস বাজীর কারসাজি।

আমিও আরেক হত্যাকারী

আমিও আরেক হত্যা কারী।

কখনো প্রেমকে কখনো সত্যকে
কখনো ফুলকে কখনো দৃষ্টিকে
আত্ম বিশ্বাস বিশ্বাসকে
অবলীলাক্রমে নিত্য হত্যা করি—
তখন সত্যিই আমিও আরেক হত্যাকারী।

আমিও নির্মম খুনীর মতন
নারীর লজ্জাকে, কাব্যের ছন্দকে
যখন সহসা হত্যা করি—
একান্ত ইচ্ছায় শীতল মস্তিষ্কে
তখন আমিও মানুষের মত হত্যাকারী।

ন্যায়কে নিহত করি
ভালোকে খারাপ করি
পাপকে প্রশ্রয় দিই
স্বার্থকে লালন করি
তখন আমিও অন্যের মতন হত্যাকারী।

মিশর কুমারী

মোমের শরীর যদি মমি করি আমৃত্যু আলোকে
বেলুনের মত টিপে টিপে সুখ পাব
সারাদিন সুখ পাব, সারা রাত
সুখের বেহেস্ত নিয়ে কেটে যাবে কাল একান্ত নিজের

কি সুন্দর মোম স্পর্শ আলতো ছোঁয়ালে হাত
ইউক্যালিপটাসের মসৃণতা যেন উদ্‌ভ্রান্ত অনুভূতি
বাজারের মূল্যমান সয়ে যাবে স্বপ্নের প্রলেপে
পুরোনো কাপড় নতুন পোষাক হয়ে ঝলসাবে গায়ে
দেহে দেহ রেখে ভুলে যাব রূপোলী কাগজ নেই, শূন্যহাত
ভুলে যাব, ভুলে যেতে পারি : হায়রে মোমের দেহ
মিশর কুমারী তুই মমির ভিতরে !

গণ অভ্যুত্থান

পথিক স্বজন শোনা—প্রতিদিন মৃত্যু ছাখে পথের মানুষ
অনেক পাণ্ডুর চাঁদ যেন কবেকার আশার ফানুস
হয়তো বানের পানি ধোয়া মেঘ রাশি
বঙ্গোপসাগরে দূরে হিমালয়ে, হয় যে প্রবাসী
অচেনা সন্ধ্যার ফুল, হৃদয়, সময়
সবি কিন্তু বিশ শতকের অলৌকিক অবাক বিস্ময়।

কত মাঝি পথ পায় শঙ্খদ্বীপে, দূর অকূল সাগরে
কনক কমল তোলে পথহারা পথিকেরা সরোবরে
রাজার কুমার আজো হারানো হরিণ খোঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়
দুচোখে রঙের ঘুড়ি নিত্য ওড়ে দূর নীলিমায়।

পথিক তোমার চোখে জানোনা এখনো কেন বিপ্লবের ঢেউ!

রক্তাভ আপেল আনে উত্তপ্ত প্লাবন

কাঁপন লেগেছে দেহ মনে উত্তপ্ত লাভার
হাহাকার শুধু হাহাকার
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ওষ্ঠাগত প্রাণ
আঁধার নামুক শুধু, নয়তো আরো অন্ধকার
আলোকের হোক অবসান।

বিশ-শতকের অবাক বিস্ময় যেন রক্তাভ আপেলকে ঘিরে
সহসা কখন ফাগুনের হরিদ্রাভ স্বর্ণ রঙ মেখে
হৃদয় রঙিন হয়, আনে তপ্ত রক্তের প্লাবন
আজন্ম ইচ্ছার বুঝি আজ হবে অকাল মরণ।

বিশ্বস্ত বিবেক তবু সাগরের ঢেউ ভেঙে পার হতে চায়
স্বর্গীয় সৃষ্টির মাঝে সর্পহীন দ্বীপের আশায়।

মানুষ

মনের জলসাঘরে আমরা ভিখিরী সত্যি
প্রেম চাই, চাই নাচ গান, নারীর শরীর
ভালোবাসা চাই, চাই চাই শুধু চাই—
মনের জলসাঘরে আমরা ভিখিরী সত্যি।

কে জানে আমরা কেন নই দেবতা ঈশ্বর!
কে জানে আমরা কেন নই বিধাতা প্রকৃতি!

মনের জলসাঘরে আমরা প্রেমের কীট।

বিতর্কিত জ্যোৎস্না

চাঁদের শরীর আজ বড় বেশী ধর্ষিত, বিক্ষত, ক্ষতবিক্ষত
কলংকিনী চাঁদ !   তুমি আর ওঠোনাকো আমার দুচোখে
আমার ভাবনা ঘেরা কবিতার নীলে ;
চাঁদ তুমি আজ বারাঙ্গনা হাজার পুরুষে।
আমার কবিতা হতে তোমাকে বিদায়
তুমি আজ থাকো তোমার সাজানো জলসায়
নাচো গাও স্ফূর্তি করো যেমন তোমার খুশী
যৌবনের সুধা রসে যত পারো সিক্ত করো
আসরের ভাগ্যবান মানুষগুলোকে।

চাঁদের শরীর আজ বড় বেশী ধর্ষিত বিক্ষত ক্ষতবিক্ষত,
অবগুন্ঠিতা আদুরে লজ্জাশীলা
শুকতারাই আমার ভালো
ওকে নিয়েই কোরবো আমার আগামী কবিতার ভাবী অভিসার

নৈরাজ্যের নিষিদ্ধ আখড়া

পরিহাসের পাগলা ঘোড়াগুলো
বড় বেশী পাগলাটে আজ।
পরিহাসে ভরা বাংলার নদী মাঠ দিগন্ত প্রান্তর
শয়তান প্রবৃত্তিগুলো কেমন উচ্চকিত
কাগজের পাতা উল্টোতেই শুধু মৃত্যু—আর মৃত্যু

বিপর্যয়ের সর্পগুলো ফণা হেনে বারবার
সকল বিশ্বাস করছে কেবলি বিষে জর্জরিত
পরিহাসের পাগলা ঘোড়াগুলো
বড় বেশী পাগলাটে আজ।

অসহায়, চিরদিন অসহায় মানুষেরা
নিত্য দিনের উর্ধগামী উচ্চ মূল্যে ভীষণ দুর্বল
ফরিয়াদে, প্রতিবাদে সান্ত্বনা খুঁজছে তবু:

জন্ম পরিহাস, বেঁচে থাকা পরিহাস—
পরিহাসের রাজত্ব যেন নৈরাজ্যের নিষিদ্ধ আখড়া

খুনের বদলে খুন

সতর্ক সংকেত, নিষেধের বাঁশ-বেড়া
ফুল তোলা নিষেধ, 'ফুল ছিঁড়োনা'
'ফুলে হাত দিওনা' ;—নানান ফলকে :
রুখছে নিতুই দিন ক্ষণ মাস সারাটি বছর
একটি ফুলও যেন আহত না হয়
"এ এক একান্ত ব্যক্তিগত ফুলের বাগান !"

কাঁটাতার, দেয়ালের ঘেরা
মালির কঠিন স্বর সজাগ প্রহরী
পাপড়ির শালীনতা ফুলের গোপন লজ্জা
সুরভির পবিত্রতা যেন দূষিত না হয় !

অমর একুশে ফেব্রুয়ারী ! তবু আসে—গোলাপ নিহত হয়
লাখো লাখো কোটী কোটী অগণিত
ফুলের খুনীরা ছোটে উন্মত্ত উল্লাসে শহীদ মিনারে
আরেক খুনের সুতীব্র নির্লজ্জ প্রতিবাদে ।

একান্ত ফুলের সেই স্বর্ণ বাগান মুহূর্তে উজাড় হয়
ধর্ষিতা নারীর মত
এক ঝাঁক গুলিবিদ্ধ পাঁজরের মত
যেমন দুরন্ত বায়ু পড়তে না জেনে সতর্ক ফলক
ঝরায় অজস্র ফুল, সহসা বিধ্বস্ত করে
সবুজ শস্যের মাঠ।
কয়টি খুনের বলো প্রতিবাদ হয়—
হাজারো ফুলকে যারা নিতান্ত সজ্ঞানে শুধু করে চলে খুন !

আমরণ নারী

বলিষ্ঠ শিশুর মত ডাঁশালো ডাবের ন্যায়
স্তন চুষে চুষে জীবন কাটাতে চাই
ননীর স্তূপের মত মাংসল শরীরে আমৃত্যু বাঁচতে চাই
সারাদিন খাটুনীর হাড় ভাঙা হাতুড়ীর ঘায়ে
নিত্য পিস্ট হয়ে বেঁচে থেকে লাভ নেই
তার চেয়ে মৃত্যু ভালো রমণীর নরোম জঘনে

স্বর্গের দেবতা তবু দেবে অভিশাপ রাজা হ'তে নরক নন্দনে
কত দেবদাসী হাজারো ইচ্ছের বাঁদী হবে নিজ বাস ভূমে
অভাবের সংসারে হেঁসেলে আগুন জ্বেলে লাভ নেই
যতই জ্বালাবে কড়ি জ্বলবে ততই দ্বিগুণ লালসা নিয়ে
তার চেয়ে ভালো. আরো ভালো আপন ভুবনে
নিষিদ্ধ এলাকা গড়ে নারীর ব্যবসা করা ;
ইচ্ছেমত আরামের বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখা যাবে
হাজার নারীর মুখ ঃ জগতে নারীই সব !

কেবল মানুষ হয়ে বারবার অমানুষ হ'তে ইচ্ছে নেই।

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

বৈশাখের তপ্ত রোদ কাকের শরীরে মাখে খরার প্রলেপ
দুপুরের বিছানায় পড়ে থেকে শুধু ছটফট
চোখে তন্দ্রা আছে ঘুম নেই
আগুনে আঁচানো বায়ু পোড়ানো সূচের আগা।
সারাটা পৃথিবী হয় গরমের নিদারুণ নগ্ন কারখানা
দুপুর গড়িয়ে দিন বিকেল হতেই আচমকা বৃষ্টি এলো
যেন কোন আধুনিকা তন্বী মেয়ে
ভুল করে এসে গেছে শহরতলীতে
কৌতূহলী ন্যাংটো ছেলেমেয়ে মেঘভাঙা রোদের মতন
দেখছে অবাক চোখে নতুন মানুষ
এমনি ভাবনা আমার শুধুই এলোমেলো।
হঠাৎ চমকে দিয়ে এলো কেউ ভেজানো দরোজা ঠেলে
অজান্তেই বুঝি তার ঠোঁট দুটো নড়ে
কিছু একটা বলবে মনে হোল—
চোখ থেকে চোখ দুটো নামিয়ে কেমন
আচমকা পা দুটো ধরলো চেপে
(দৌড় প্রতিযোগী যেমন হঠাৎ হোঁচটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে)
বুক ভাঙা কান্নায় অস্ফুট শব্দ হোল—'আমায় বাঁচান,
ডাক্তার বলেছে—ছ'মাসের বাচ্চা আমার পেটে,
অবাক !! আমার বাড়ীওলী !
বাড়ীওলা বিলেত গেছেন হায়ার স্টাডিতে—
বাড়ীওলী স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী
ধর্মপ্রাণা নিত্য নমাজী
তাঁর দান খয়রাতে জুড়ি মেলা ভার…
আমার কাজের ছেলেটা প্রায়ই হাত-পা টিপে দিত তাঁর
বারণ ছিলনা কোন
যদি তিনি খুশী হন ভেবেছি মন্দ কি !
মনে আছে, ছেলেটা আপত্তি করেছিল

বলেছিল—'সাহেব আমার লজ্জা করে ওর গা টিপে দিতে'।
ধমকে উঠেছিলাম—'তোর তো মায়ের মত।'
মনে আছে ঠিক, সত্যি ভাবতে পারিনি কিছু!
বাড়ীওলী! বর্ষিয়সী তিনটি বাড়ান্ত মেয়ের 'মা'
প্রথম মেয়েটি মহিলা কলেজে পড়ে;
তাছাড়া ভাবব কি করে বলুন? তিনিই সে দিন
গর্বভরে বললেন—
'গৃহ শিক্ষক পুরুষ রাখিনা কেন জানেন?
দিন কাল আজ খারাপ পড়েছে তাই
কি হ'তে কি হয়ে যায়—বলাতো যায় না কিছু।'
সেদিন ভেবেছি বাড়ীওলী ভীষণ বুদ্ধিমতী
তিন তিনটে ডাগর মেয়ে সামলানো সত্যিই সহজ নয়
তাঁর মত বাড়ীওলী পেয়ে
নিশ্চিন্তে বিদেশে আছে বাড়ীওলা আপনার কাজে।
ফেরাতে পারিনি তাঁরে—
ডাক্তার বন্ধুটি বলেছিল—'হয়তো বিপদ হ'তে পারে।'
শেষে আল্সার বলে বাড়ীওলী কাটিয়ে দিলেন
সপ্তাহ কয়েক, ডাক্তারের প্রাইভেট ক্লিনিকে।
তাইতো কে কার খোঁজ রাখে!
বড় মেয়েটিও গর্ভবতী আজ প্রায় তিন মাস
আমায় কয়েক পৃষ্ঠা পত্র লিখে জানিয়েছে কাল
দুর্ভাবনায় খাওয়া ছেড়ে বিছানা নিয়েছে তাই।
মেজটি সুযোগ পেয়ে বিপত্নীক চৌধুরীর সাথে
পাবনা পালিয়ে গেছে—
বাধা দেবার ছিলনা কেউ।
কোন কিছু বলতে গেলেই স্তন গুঁজে দেয়
ছুটে এসে মুখের ভিতর।
কথা সব বলতে চেয়েও কিছুই হয় না বলা
তুলতুলে উষ্ণ মাংসল শরীরে…
আমাকে হোলনা দিতে মাঝ থেকে বাড়ীভাড়া ছয়টি মাসের।

বারোয়ারী দামী ডাস্টবিন

শরমিন সরকার হাসি হাসি মুখ সদা সৌজন্য প্রকাশে
শহরের বারোয়ারী দামী ডাস্টবিন—ধানমণ্ডি গুলশান
অভিজাত এলাকার সৌখিন সামগ্রী সে তরুন ছোক্‌রার ;
হাত বাগলেই প্রসাধনীর উচ্ছিষ্ট রুজ
কাদা কাদা মেদ জমা শরীরের আনাচে কানাচে
রঙের ফাগুন হয়ে হঠাৎ ঝিলিক তোলে দৃষ্টির সম্মুখে।

ভিড়িয়ে টয়োটা গাড়ী শরমিন সরকার
আচমকা' 'হ্যাল্লো' বলে, সুচালো স্তনের ভাষায়
দুচোখে শব্দাবলী হেনে সহসাই হবে ছাগশিশু
দুবার নিতম্ব পাছা উৎকট ভংগী করে দোলাবেই
বয়সের তারতম্য যাই হোক মেয়ের বান্ধবী সাজবেই

শরমিন সরকার। কখনো আঁচল তার হাতের কুনুয়ে রেখে
পাঁচ সেরী ওজনের উদোম স্তনের মাপ সহজেই নিতে দেবে।
কখনো গা ঘেষে সহসা উত্তাপ দিতে শরীরে শরীর চেপে
হাসির হুল্লোড়ে মেতে অকারণ বেখেয়াল হবে
মৃদু লজ্জা পেয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে না কখনো ভুল
ডেট দেবে একা একা মেয়ের বন্ধুর সাথে হোটেলে ডিনার খেতে
ঘরে ফিরে শেষে, মেয়ের কপালে চুমু রেখে বলবে মুখর হয়ে
'যা পাগোল তোর বন্ধুটা ! জ্বালালো বড্ড
ছাড়তে চায়না কিছুতেই—ড্যাখনা কেমন অসভ্য বেয়ারা'
উরুর কাপড় তুলে মেয়েকে দেখাবে মাংসে দাঁত বসে গেছে
জখমের দাগ কালসিটে পড়া যেন্ বিরাট জরুল
'বলছিল, তোরও নাকি একদিন বাঁ স্তনে এমনি করে দাঁত বসিয়েছে।
একটু যা বাড়াবাড়ি করে—তবে সংগী হিসেবে সে চমৎকার, কি বলিস ?'

শরমিন সরকার নিত্য বস্তীবাসীদের নিঃস্বার্থ সেবিকা
কলেরা বসন্ত মহামারী জল ঝড় বন্যার ছোবলে
একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী— এই রাজধানী ঢাকার শহরে !

সেই কালো মেয়ে

কালো সে মেয়েটি যাকে আমি ভালোবাসি।

সেই কালো মেয়ে চোখ যার কালো আরো
অতল আঁধার, হরিণ পলকহীন
ভাসা ভাসা বরষার কালো মেঘ
কালো সেই মেয়েটিরে আমি ভালবাসি।

যে মেয়ের বুক জোড়া যেন তাল তাল মাংসের যুগল কলস
নিটোল শরীরে তবু আছোঁয়া গোলাপ
ভোমরের কানে কানে কথা কয় যেন চুপি চুপি
রসের কলস দু'টো ছুঁয়ে যেতে সুবর্ণ বাগানে
সেই কালো মেয়ে, আমি যাকে ভালোবাসি।

সুঠাম নিতম্ব যার মায়ার মরাল হ'য়ে নাচে
দুচোখের আঙিনায় মুদ্রায় তরংগ ভংগে
সরোবরে পানকৌড়ি জলে ডুবে রোদে খেলা করে ;
সাঁঝ গেলে পড়ে থাকা মসৃণ পাথর যেন দীঘির চাতাল
জ্যোছনার আলো মেখে মনে হবে একদণ্ড বসি গিয়ে তাতে
জুড়াতে সকল জ্বালা দিনান্তের ক্লান্তি হয় হয় দুঃস্বপ্নের কাল।

সেই কালো মেয়ে সুঠাম নিতম্ব যার মায়ার মরাল
আমি তাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি বলে…

দ্বিখণ্ডিত লাশ

বিব্রত ছুরিতে জানি কাটা পড়ে আছি, কেবলি পড়ছি কাটা
দ্বিখণ্ডিত লাশ কে করে বহন
যন্ত্রণার শেষ নেই, স্তম্ভিত ক'জন
হা- পিত্যেশ নিয়ে পথচারী হয় ;

মেয়েরা ঢলঢলে বুক নিয়ে
পাশ কেটে চলে—সহসা ধর্ষিতা যদি হয়
ভয়ের প্রেতেরা শুধু চারিদিকে ছায়া হয়ে চলে
কি জানি কখন খবরের নতুন কাগজ
পচা বাসি তথ্যের মিছিলে চাপা পড়ে যায়।

এসব গোলক ধাঁধাঁ ! মৃত্যু, ভয়
আকাংখার নিদারুণ কাল
অশান্ত মনের অস্থিরতা আশেপাশে
এক একটা গ্রেনেড় হয়ে যদি সশব্দে আঘাত করে ;
কাপুরুষগুলো আরো কাপুরুষ হবে
শয়তানের বেলেল্লাপনা আরো বেশী তীব্র হবে
তীক্ষ্ণ হবে হায়নার নখগুলো—
ছিঁড়ে ফেঁড়ে নিতে চায় আচোঁয়া মেয়ের বুক, নধর নিতম্ব।

ভীষণ বিব্রত আমি—চেনা অচেনা ছুরিতে কাটা পড়ে আছি
কাটা পড়ি প্রতিদিন, কেবলি পড়ছি কাটা।

সময় আগে ও পরে

যখন অনেক ছোট কৈশোরের সিঁড়িগুলো নিয়ত টপ্‌কে যাচ্ছি
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দ্বিধাহীন খেলোয়াড়
এতটুকু আশা, আধো আধো ভাষা, আধো স্বপ্ন, আধো ইচ্ছে নিয়ে
কাগজের নৌকা গড়ে কেটে যেত কাল, সারা বেলা,
সারা দিন সারা সকাল দুপুর সন্ধ্যা কখনো কখনো
কখনো ডাংগুল, কখনো বা মার্বেল কখনো হা-ডু-ডু
দাড়িবান্দা, দৌড় ঝাপ, লাটিম সম্বল করে কাটতো প্রহর
হৈ চৈ কোলাহলে। কোথা সেই দিনক্ষণ মায়ের মতন।

এখন তিরিশ ছাড়িয়ে পা দেবো নতুন বছরে গতানুগতিক্,
নিয়ম মাফিক বয়সের চিরন্তনী বানী বয়ে আরেক নতুন ধাপে
নিত্য সমস্যার বেড়াজালে একা সরল শিকার হ'তে
অভাব মাকড়সার; যৌবন কংকাল ক'রে ক্ষুধার্ত মুখের—
সেই দিনগুলো ধর্ষিত এখন সময়ের যুপকাষ্ঠে, পাটাতনে।
সেই দিনগুলো, ফেলে আসা দিন তবুও রঙিন রঙধনু রঙে
জাবর কাটাতে সুখ আসন্ন প্রসবা গাভীর মতন।

আজো মনে পড়ে যখন অনেক ছোট, শৈশবের দিনগুলো—
ভাবনারা পাখী হোত প্রজাপতি রঙ মেখে শুধুই সহসা।

আঁতাত

রূপসী আরেকদিন। আজ থাক, তাড়াহুড়ো কিসে
তোমার যৌবনোচ্ছল কাঁচা কাচা মাংসের লাবণ্যে
নেব স্বাদ গন্ধ, হব বেহুঁশ বিভোর
আমায় বেঁধোনা তুমি আজকে অন্ততঃ

তোমার চুলের ফাঁদ অরণ্য সবুজে, কালো চোখের চুম্বকে
এবারের মত ক্ষমা করো, ক্ষমা করো
আমার অনিচ্ছা, অসৌজন্য দুর্বল অক্ষমতাকে।

আমার অপেক্ষ্যমান মাঝিমাল্লা সঙ্গী ও সাথীরা
হয়তো এখন তারা চিন্তিত তোমার ভয়ে
তুমি যে রাক্ষুসী, তুমি দেবেনা আমাকে যেতে
আমার ময়ূর পঙ্খী, আমার গচ্ছিত অগাধ সম্ভারে।
সুন্দরী বিশ্বেস করো, আমি নই তস্কর ডাকাত
নই কোন যুদ্ধবাজ রাজার কুমার
আমি অতি সাধারণ অচিন বিদেশী এক দীন সওদাগর।

আমি কথা দিচ্ছ, আমি তোমার কাছেই ফিরব আবার
তুমিতো ভুলেছ জানি, আমার এ মুক্তো মণিহীরা জহরতে।

বাংলা আবহমান

আছোঁয়া আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই, মেঘলা নিকষ
অমাবস্যা আজ নিদারুণ নিঃস্ব আঁধার পাপের মত
চিৎকার শুনি মা'র, অসহ্য মাতৃত্বের পবিত্র আশ্বাসে
আলোর সুতীব্র তীক্ষ্ণ ছটা দিগন্ত বিস্তৃত যেন শুভ্র মহাকাল
প্রত্নতাত্ত্বিকের বিশ্লেষণে শিলার বিবৃত জন্ম ইতিহাস
এ হাজার বছরের এক মহানগরী বিদর্ভ বিদিশা বিবর।

কবে যে তৈমুর পার হয়ে হয়ে অনেক বন্ধুর গিরি উপত্যকা
থাবা রেখেছিল তার সবুজ স্বর্গের অশুভ সন্ধানে
ধ্যান ভেঙ্গে এবাদতরত সে কোন মহান মহাপুরুষের
সাত্ত্বিক স্বরূপ যার শতাব্দীর চিরন্তন দুর্বোধ্য দর্শনে
কমলা লেবুর লাখো বাগান বিজিত সগৌরবে, আসমুদ্রহিমাচল।

সংক্রামক ব্যাধি

কাক জোছনার আলো কেমন ভূতুড়ে
খেঁকশিয়ালের চোখ নির্বাক নিথর
দোদুল ঝুলছে শূণ্যে আকাঙ্ক্ষা পলকে
ইটের ভাটায় যেন পোড়ানো কয়লা।
ময়লা নর্দমা হবে ঈশ্বরের জন্মান্তর

অলস প্রহরে নগ্ন যৌবনেরা কালো অন্ধকারে
মদের শরীরে নিতি নারীর নিতম্বে চুমু খায়
শুধুই কেবল নারীর নিতম্বে চুমু খায়—

কে যেন কখন শয়তান হই, আদিম অভ্যাসে
মানুষের নৈমিত্তিক বিচিত্র খোলসে।

শয়তান ঝিনঝিনে

সাদা কালো নীল হরেক রকম
স্বপ্ন চোখে যেন নানা রঙ
শাড়ীর মিছিলে নিত্য ফ্যাসান শো
ষোড়শী অষ্টাদশী কত্না যুবতী নারী
এক বক্ষ শাড়ী ঢাকা আরেকটা খোলা
চিতল মাছের পেটী তেলচে মসৃন সারা পেট
ছোট বড় আর মাঝারী গড়ন
স্তন নিতম্বের সমারোহ চারিদিকে—

দু-চোখ পলকহীন নির্বাক নিথর
উঁচু নীচু বাঁক বেয়ে বেয়ে সকল শরীরে
মশাল তেমনি রঙ বেরঙের একদুই তিন
জ্বলে আর নেভে জোনাকীর মত
মাখনের অবয়বকে বেরসিক সুড়সুড়ি কাটে
বেশ আছি দাঁড় কাক নিজেকে লুকিয়ে
যদি স্বপ্নে চোখ অন্ধ হয় চিরতরে !

আক্ষেপ

নেই নেই কিছু নেই
নেই সাধ, অনুভূতি, সেই সহজ ভাবনা
রজনী গন্ধার মত হাজার বলাকা
নেই শ্বেত শুভ্র শঙ্খ সাগর নীলিমা

নেই নেই, তবু নেই, কিছু নেই
নেই আর আনমনে অকারণ পথ চলা

আহত শরীরে শুধু অস্থিরতা
আকণ্ঠ বিক্ষুব্ধ মন অবিশ্বাসে অসহায় মুহূর্তে মুহূর্তে

সবি আছে, পথঘাট ঘাস পাতা বন
শুধু নেই নানা রঙ প্রজাপতি, সেই আগের মানুষ।

বাতাসী

বাতাসী, শুধুই বাতাসীকে চাই
বাতাসীর সুমধুর মৃদু মৃদু কাঁকনের গান
সেতারের টুং টাং শব্দের তরঙ্গ
যেন চিরন্তর ভেসে আসা সুদূর সমুদ্র হতে—

আমিও আমার মন জানিনে কখন
          মৌ মৌ গন্ধে নেশায় মাতাল
অতি খাটো বড় গলা ব্লাউজের ঘের
(জানি কাপড়ের অবশ্য স্বল্পতা হেতু)
তবুও দেয়াল যেন নাগালের বার
অসহিষ্ণুতায় ছিঁড়ে ফেলে এক হ্যাঁচকায়
পান করি বাতাসীকে আরক্তিম সুদীর্ঘ চুম্বনে
ভুলি, ভুলে যাই, বলিষ্ঠ মুঠিতে ধরা স্তনের ক্রন্দন
রস সিক্ত হয়ে হয়ে রসের ভাণ্ডারে
      আঃ উঃ শব্দে অকারণ !
বাতাসী আমল দেয় সারাক্ষণ তবু
কথা কয় হিস হিস
          নিরিবিলি বিছানায় ;
বাতাসী বোঝে না কেন, কিযে চাই
কি যে পেতে চাই—
দুমড়ে মুচড়ে দলা করে শুধু অন্ধ হতে
তাল তাল স্নিগ্ধ নরোম সরস মাখন শরীরে।

অবৈধ সন্তান সম্ভবা সে মেয়ে

অবৈধ সন্তান সম্ভবা সে মেয়ে
নাম তার জোছনার মত স্নিগ্ধ
রূপ তার বলাকার মত স্বপ্ন
যৌবন সবুজ কাঁচা
ফাগুনের ফুলকি আগুন
দৃষ্টিতে পোড়ানো সোনা, নিখাদ পবিত্র
লোকে বলে অসতী সে, জন্ম কলঙ্কিনী।
কিন্তু আমি বলি আরেক রকম
ঐ জোছনা হ'তে আরেকটা নতুন জোছনা
যদি জন্ম নেয়
তাতে বা ক্ষতি কি বলো মানুষগুলোর
পৃথিবীর তাতে কিবা এসে যায়
কিবা সমাজপতির ?
বরং আমরা পাব, অমন চাঁদের মত
সৃষ্টির আরেকটি রূপ।
এসোনা সবাই মিলে ওকে ভালবাসি
অনেক আদর দিয়ে আরো ভালবাসি
ও যেন নিয়ত আমাদের শয্যাসঙ্গী হয়
ও যেন ফসল তার
দ্বিধাহীন সকলের হাতে তুলে দেয়।

প্রেমের কবিতা

প্রেমকে আমিও ভয় করি এবং তুমিও
প্রেম যেন মাঝ সরোবরে এক কাঁটাময় আছোঁয়া কমল
দূর থেকে ভালো লাগে
ভালো বেসে ফুলদানী ভরা যায়
তারপর সব ফাঁকি, স্বপ্ন সব সকরুণ।

প্রেমকে তুমিও ভয় করো এবং আমিও
আমরা দু'জনা নগদের নির্মম প্রত্যাশী
বাকীতে বিমুখ চিরদিন।

নেতা

আবার সর্প, কাল কেউটে, গোখরোর চোখ
রূপ কথা দিয়ে বলা যায় -- এক রাজা
দুই রাণী, সর্প দংশনে, বিষে জর্জরিত
ব্যথায় নীলে নীল দেহ শিরা উপশিরা
বিরাট ব্যক্তিত্ব অশনি সঙ্কেতে বালির পাহাড়
আবার সর্প দিক দিগন্তে, সকল অঙ্গণে।

শব নিয়ে মহাযাত্রা আমাদের আজ থেকে কাল
কেউ আফসোসে শুধুই বিলাপ তোলে—আহা চোখ দুটো·
তবু রক্ষে : সমস্বরে ধ্বনি দেয়--ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

অশরীরী

দূরের আলোকরশ্মি ভূতের চোখের মত
আকাঙ্ক্ষার কুহকিনী তবু হাত ধরে পথে পথে
জন্ম-সন্ধিক্ষণে চলে সুদূর দিগন্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে
সীমাহীন আলো অসীম আকাশে অন্তিম আক্ষেপ
চাঁদ তারা কবে কখন মৃত্যুর কাছে বলি হয় !

ভাগ্যবান তবু জানে না ভাগ্যের ইতিহাস
দু-হাত ভরতে চায় মানিক মুক্তোয়
আলোর শরীরে রূপোলী মোহর কখনো পায়না খুঁজে
সাগর অতলে ডুবুরী মিথ্যেই ডুব দেয়।

আকাঙ্ক্ষা কেন যে তবু দৃঢ় হয় বোঝেনা হৃদয়
অকথ্য ভাষায় লেখা যথেচ্ছ কাহিনী কথা
মূল্য বিচার করে অবোধেরা, হিংসে করে,
হায়রে বিধাতা, এত অনাচার অশান্তি এ-যুগে --
হরিণ শিশুরা বড অসহায়, স্নেহের কাঙাল।

জন্ম-কলঙ্ক

হে অন্ধ! আজন্ম অন্ধকার নিয়ে তুমি থাকো
এখানে আলোর রাজ্য বড় আলোময়
ঝলমল চোখ ধেঁধেঁ যায় সর্বক্ষণ
চার পাশ ঘিরে শুধু আলোর প্রেতেরা
ডিগবাজী খায় মহাউল্লাসে; আশ্চর্য!
যদিও অস্তিত্ব অকারণ সহসাই বিপন্ন—
হে অন্ধ! একাকী অন্ধকারে তুমি থাকো।

হে অন্ধ! চেনা এ অন্ধকার শুধুই তোমার
রাত্রির ব্যর্থতা সেতো হাতের ময়লা
নিজস্ব প্রত্যয় স্পষ্ট হয় সহজ প্রকাশে।

হে অন্ধ! পথের দিশা জেনে রেখো সীমাহীন অন্ধতায়

ক্লান্তি আমার সারাটা শরীরে

ক্লান্তি শুধু ক্লান্তি সারাদিন
সারাটা শরীর বরফের স্তূপ
অলস প্রহরগুলো এক ঝাঁক বুলেটের সশব্দ প্রচার

অন্ধ ভাবনার অরণ্যে কেবল
মাতৃহীন শত হরিণ শিশুর মত
বন থেকে বনে ছুটোছুটি শুধু
হিংস্র বাঘের থাবা থেকে সহসা রেহাই পেতে--

দিন যায় রাত্রি আসে, আবার সকাল হয়,
আবার দুপুর হয়, রাত হয় ফের
কখনো মেঘেরা সূর্য ঢাকে
কখনো সূর্যের তীব্রতায় মেঘ ভেঙে রোদ ওঠে
এ এক অদ্ভুত নীরব নিয়তি।

সংস্কার

তুমি যাকে খোদা বলো, আমি বলি ভগবান
সত্যি ! তা বলে কি কখনো লুকোনো যায় মতের প্রভেদ !
জন্ম মৃত্যু আমরা কি কখনো ফেরাতে পারি –
বিশ্বাসে কেবলি আমরা বিশ্বাস হন্তা চিরকাল.
অন্ধকারে অন্ধ হয়ে নিজের খেয়ালে শয়তান হই
পাপ ফেরি করি হাটে গঞ্জে শুধুই পানির দামে।

তুমি যাকে খোদা বলো, আমি বলি ভগবান
সান্ত্বনার দিন খুন করি প্রতিদিন মুহূর্তে মুহূর্তে
ভূমিষ্ঠ শিশুর সদ্য চিৎকারে বিভ্রান্তির জাল বুনি
স্বপ্নের পাহাড় নিয়ে দাঁড়াই সহসা রুখে এখানে সেখানে
যখন ফেরাই চোখ মৃত্তিকার দিকে – আমরা ফানুস,
সুতো বাঁধা কারো হাতে শূন্যে উড়ছি, কেবল উড়ছি—

তুমি যাকে খোদা বলো, তবু আমি বলি ভগবান।

আবেদন

আমাকে তোমার করে নাও।

আকাশ যেমন সূর্যকে বাতাস যেমন গন্ধকে বয়
সাগর যেমন ঝিনুক রাখে
ঝিনুক মুক্তোকে
তেমনি আমাকে তুমি হৃদয়ে জোছনা করে রাখো সারাক্ষণ।

ফুল কথা বলে, তুমিও তেমনি বলো
আমার বাগানে তুমি চাঁদ হও
দু-চোখে ছড়াও আলো আমার আঁধারে

তুমিতো আমারি জানি
জেনে আছি বহু রাত, বহু দিন থেকে

আজ তুমি দেহ-মনে আমাকে তোমার করো,
তোমারই কোরে নাও

প্রতীক্ষা

অন্ধকার বড় অন্ধকার পৃথিবীতে
ব্যর্থতার অন্ধকার শুধু

কবে হবে শেষ এই কালো কালো রাত
কে তুলবে কবে এই আঁধারের গাঢ় যবনিকা
প্রহর গুনছি তারি আমরা ক'জনা।

অন্ধকার বড় অন্ধকার
জীবনের দ্বারগুলো রুদ্ধ
ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর
কুয়াশার ঘন আবরণ যেন
অলৌকিকতার অবয়বে নিত্য ছাপ রাখে।

অন্ধকার বড় অন্ধকার চারিদিকে
আলোর প্রহরী এসে
দেবে কি কখনো খুলে সূর্যতোরণ সহসা।
অন্ধকার বড় অন্ধকার পৃথিবীতে।

একাকার

শান্তি নেই, অকারণ অস্থিরতা চারিদিকে
উদ্ভট আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে কেবল শোণিতের বুদবুদ তোলে
দুশ্চিন্তার কেঁচোগুলো কিলবিল করে মস্তিষ্কে পাঁজরে

পার্থিব ইচ্ছারা যেন গোখরো সাপের ফণা
নিতান্ত নির্বোধ মন নির্বিকার দেখে দেখে—
কত বানের কবলে প'ড়ে বণ্যদেহ বিনষ্ট
ধর্ষিত সর্পিল বিবস্ত্র কন্যার সাদা সমুন্নত বক্ষদুটি,
উর্বর ভূখণ্ড আজ মরু মরীচিকা ধূ ধূ বালুচর
শান্তি নেই কোনখানে, সবখানে
সাগর বারি যে দেখি নিম্নচাপে নিত্যপিষ্ট
ভুঁই ফোঁড় কল্পনায় আকাশ নীলমা ফিকে—
পাখীর কাকলী আজকে তড়িদাহত
অদৃশ্য আলোকে বন্ধ্যা, কাল্পনিক বোধি বিধ্বস্ত, ক্ষতবিক্ষত
শান্তি নেই, স্বস্তি নেই উজ্জ্বল আত্মায় কিংবা রসঘন মন ও মেজাজে।

ইচ্ছার আগুনে

বাঁধন টুটেছে যখন ভয়েরা হোকনা ভৌতিক !

আমাকে থাকতে দাও নারীর শরীরে
নারীর অরণ্যে একা নিষিদ্ধ ফলের অমৃত সন্ধানে
ভেবোনা আমার জন্যে, আমাকে হারাতে দাও।

ভাঙুক নিয়ম, ধ্বসে যাক সভ্যতার বালির দেয়াল
পুরনো দিনের কথা অসহ্য প্রলাপ
যেন বাসি পচা দুর্গন্ধ নর্দমা
ময়লা ঘাঁটতে আর হাত দুটো নোংরা করে লাভ নেই,
কোন লাভ নেই।

আমাকে আমার মত একাকী থাকতে দাও
অনিয়ম এলোমেলো ধর্ষণকামীর অবৈধ পৌরুষ নিয়ে
আমাকে থাকতে দাও।

জন্মান্ধরা থাক যত ইচ্ছে জন্মান্ধ হ'য়ে :
আমাকে আমার মত হ'তে দাও নীতিহীন অসৎ মানুষ।

মৃত্যুকে জীবন দিয়ে প্রেতেরা ভৌতিক হোক আমার মতন